পনের কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
২৮-০৫-২০০৮

৫৪

উত্তরাঞ্চল উন্নয়ন

ড. এম. আজিজুর রহমান

বাংলাদেশ বিস্তীর্ণ সমভূমিসমৃদ্ধ একটি ব-দ্বীপ রাষ্ট্র। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এ দেশটি ভিন্ন ভিন্নমাত্রার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনপদে বিভক্ত। দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয়তনের উত্তরবঙ্গের সাড়ে তিন কোটি লোকের আবাসভূমি। জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরবঙ্গ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম আয়তনের দেশ কানাডার চেয়েও বড়। এ অঞ্চলের জনপদের প্রধান পেশা ও অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলো কৃষি। এ জনপদে শিল্প কারখানা নেই বললেই চলে। যেখানে জাতীয়ভাবে শিক্ষার হার প্রায় ৬৫%, সেখানে উত্তরবঙ্গের শিক্ষার হার মাত্র ৩৩%। গড়পড়তা জাতীয় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় এ অঞ্চলের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬৫%। এ অঞ্চলে দরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যাও বেশি। মঙ্গাপীড়িত বৃহত্তম রংপুরে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া সত্ত্বেও এ এলাকার সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। পদ্মা ও যমুনাবিধৌত উত্তরাঞ্চল অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং শিল্পায়নে অগ্রতুলতা, সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থানের অভাব, মূলধনের অভাব সবকিছু মিলে উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অঞ্চলটি সমগ্র দেশ থেকে আলাদা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণে সরকার ও সাধারণ মানুষকে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে এবং একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

কৃষিতে সম্ভাবনাময় উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়ে থাকে। এ কৃষিকে রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। বন্যাজনিত দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে উত্তরবঙ্গের পদ্মা ও যমুনা এবং পূর্বাঞ্চলের মেঘনা নদীর দু'ধারে সুপরিকল্পিতভাবে দীর্ঘমেয়াদি মজবুত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল ও পানি সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি সময়মতো সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং এ খাতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিয়ে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের কৃষকদের সহায়তা দিতে হবে। একই সঙ্গে সহজ সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থাও করা দরকার। কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলের কৃষকরা যাতে কৃষি দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের চিনিকলের প্রায় সবই উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। কিন্তু বেশিরভাগ চিনিকল স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণে লোকসান করছে। এজন্য যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনা দুটোরই পরিবর্তন করে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। চিনিকলগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য উপজাত হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে গুড় ও মোলাসিস উৎপাদন করতে হবে। যেসব চিনিকলে সরকারি তত্ত্বাবধানে রেখে কিছুতেই লোকসানমুক্ত করা সম্ভব নয়, সেগুলো যতো শিগগির সম্ভব বেসরকারি খাতে দেশি-বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। চিনি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত আখ চাষীরা যাতে কোনোভাবে নিরুৎসাহিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের উৎপাদিত আখ ন্যায্যমূল্যে সময়মতো ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমগ্র উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন অপ্রতুল। মন্দের ভালো হিসেবে পাবনায় তাঁতশিল্প, রাজশাহীতে রেশম শিল্প এবং বগুড়ায় কৃষি সরঞ্জামাদিসহ আরো কিছু শিল্প

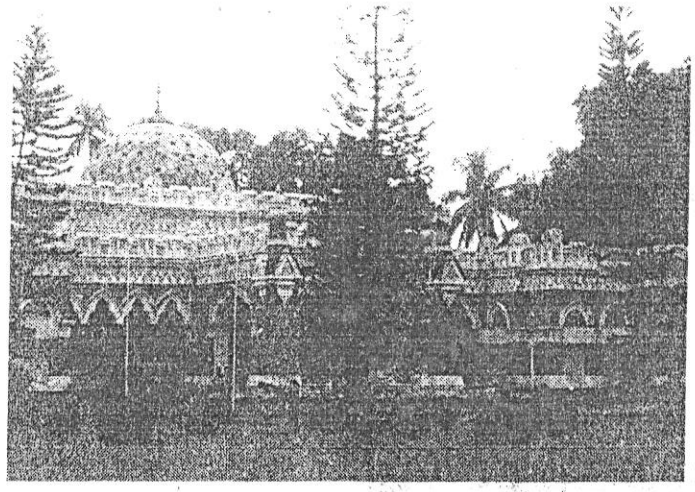

উত্তরা গণভবন

কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলো সম্ভাবনাময় এবং ভারতসহ বিশ্ববাজারে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু মূলধনের অভাবে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ কারখানাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এ শিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। মার্কেটিং ও লবিং পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলো ভারতসহ বিভিন্ন দেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেবামূলক খাত সমৃদ্ধিকরণে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স, হাসপাতাল ইত্যাদি খাতের সম্প্রসারণ করতে হবে। একমাত্র বগুড়া ছাড়া সমগ্র উত্তর অঞ্চলে গ্যাসের অভাব, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট এতোই বেশি, সাশ্রয়ী মূল্যে শ্রমিক পাওয়া গেলেও সফলভাবে তাদের কাজে লাগাতে পারছি না।

জল, স্থল ও আকাশযোগে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মংলা সমুদ্রবন্দরকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর হিসেবে উন্নীত করা গেলে এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উত্তরবঙ্গ উপকৃত হবে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ব্যবসায়িক স্বার্থে মংলা বন্দর উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিতে পারে। যেমন ভারত, নেপাল ও ভুটান এ বন্দরটি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহারে অতি আগ্রহী হবে। তারা এক্ষেত্রে বেশিরভাগ অর্থ সাহায্য করবে। সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন হিসেবে উত্তরবঙ্গ যেভাবে লাভবান হবে তা হলো মংলা-উত্তরবঙ্গ-নেপাল এবং নেপাল-উত্তরবঙ্গ-মংলা এভাবে ফোর লেনের আন্তর্জাতিক মহাসড়ক হবে। মহাসড়কের দুপাশ দিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠবে অনেক শিল্প কারখানা। উপকৃত হবে উত্তরবঙ্গ ও সমগ্র দেশ।

পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের নদীগুলোতে ড্রেজিং করতে পারলে সারা বছর নদীগুলো খরস্রোতা থাকবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থে নদীগুলোতে নৌযান ও ছোটখাটো জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং শীতলক্ষ্যা নদীর মতো নদীগুলোর দুপাশে বেসরকারি উদ্যোগে অনেক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

প্রায়ই শোনা যায়, বগুড়া থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত এবং বিস্তীর্ণ ভারত সীমান্তে বরাবর এলাকা কয়লাখনিতে ভরপুর। কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা এসব এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কলকারখানার কাজে লাগাতে পারি। ইদানীং আরো একটি আশার বাণী শোনা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান আমলে পাবনার রূপপুরে পূর্বপরিকল্পিত আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে আমেরিকা অর্থায়ন করতে আগ্রহী। এটি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ মূল্যবান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পারলে উত্তর অঞ্চলসহ গোটা দেশ বিভিন্ন শিল্পে শিল্পায়িত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে নদীর দু'ধারে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদীর দু'ধারে বনায়ন, মংলা বন্দরের উন্নয়ন, উন্নত গবেষণার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, সেবা খাতের সম্প্রসারণ, সাশ্রয়ী খরচে কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন, সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা, বগুড়া ও দিনাজপুরে কয়লাখনির উত্তোলন এবং পাবনার রূপপুরের আণবিক শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে পারলে শুধু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নই নয়, দেশ সামগ্রিকভাবে দ্রুত উন্নয়নের একটি বিকল্প পথ খুঁজে পাবে।

উত্তরা ইউনিভার্সিটি আয়োজিত
সেমিনারে পাঠকৃত